শরৎচন্দ্রের

গৃহদাহ

শরৎচন্দ্রের

গৃহদাহ

উত্তমকুমার প্রযোজিত

উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেডের

নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

সুবোধ মিত্র

সুরসৃষ্টি : রবীন চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে : উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন
প্রদীপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী, গীতালি রায়
কালীপদ চক্রবর্তী (এঃ), প্রসাদ
মুখোপাধ্যায়, ইরা চক্রবর্তী, শান্তা দেবী
নিমাই দত্ত, যোগিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগেশ দত্ত, শৈলেন গাঙুলী,
ধীরাজ দাস, পাটি সরকার, পান্না চক্রবর্তী
সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান দীপক

গীত রচনায় : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
'এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার'
প্রণব রায়

কণ্ঠসংগীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সুমিত্রা সেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুকুমার মিত্র
ভানু বসু, জগবন্ধু বসু

নিউ থিয়েটার্স এক নং ষ্টুডিওতে গৃহীত
এবং
আর. বি. মেহতার তত্বাবধানে
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে
পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক

ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রামের ছেলে মহিম যখন কলকাতায় ল' কলেজের ছাত্র—তখন ব্রাহ্মসমাজের কেদারবাবুর কন্যা অচলার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এটা সইতে পারে না মহিমের বন্ধু ডাক্তারী ছাত্র সুরেশ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তার প্রচণ্ড বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের মূলে কিন্তু সংস্কারের চাইতে আবেগই প্রধান। সেই কারণে মহিমকে নিরস্ত করতে না পেরে সে যখন ছুটে আসে কেদারবাবুর কাছে তখন ফল হলো উল্টো। অচলাকে দেখে তার সংস্কার ভেসে গেল। নিজেও ভেসে গেল আবেগের বন্যায়। অচলার প্রতি তীব্র আকর্ষণে সে অভিভূত হোলো।

অচলার প্রতি স্নেহ বশতঃ মহিমের দারিদ্র্য এতদিন কেদারবাবুর চোখে পড়েনি। এখন সুরেশের বৈভব একদিকে যেমন তাঁকে সচেতন করে তুললো কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ সুবিধার দিকে, অপরদিকে নিজের দায়দেনার পরিণতিও করে তুললো চিন্তিত। সহৃদয়তার সংগে সুরেশ এগিয়ে এলো কেদারবাবুকে দায় মুক্ত করতে। পিতৃঋণের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে উদ্যত হোলো অচলা। কিন্তু পিতার লোভ ও সুরেশের দম্ভ তাকে প্রবলভাবে ঠেলে দিলো রুচিবান মহিমের দিকে। সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে অবশেষে মহিমকেই স্বামীত্বে বরণ করে নিলো সে।

অনেক আশা, আনন্দ বুকে নিয়ে অচলা পতিগৃহে যাত্রা করলো। গ্রাম্য পরিবেশে তার কল্পনায় আঁকা ছবিও খুঁজে পেল। কিন্তু মৃণালকে দেখে একটু অবাক হোলো। তার সরল গ্রাম্য পরিহাসকে সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। তারপর মৃণালের মুখেই শুনলো একদা এই বাড়ীতেই সে আশ্রয় পেয়েছিলো এবং মহিমের সংগে তার বিবাহের কথাও উঠেছিলো—তখন অচলা সন্দিহান হয়ে উঠলো মৃণাল ও মহিমের বর্তমান সম্পর্ক সম্বন্ধে। এই সন্দেহের ছিদ্রপথে প্রবেশ করলো অশান্তি—সুরু হলো কলহ। মৃণাল যেদিন বিদায় নিলো সেই দিনই ধূমকেতুর মতন উদয় হোলো সুরেশ। ঠিক সেই সময় মহিম ও অচলার মধ্যে বচসা চলছিলো। এ থেকে সুরেশ ঠিক করে নিলো—অচলার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। কয়েকদিনের ভিতরেই কিন্তু সুরেশের মনে হোলো তার ভুল হয়েছে। অচলাকে সুখী দেখে সে একটু বা ঈর্ষা-কাতর হোলো এবং ঠিক করলো সেইদিনই চলে যাবে।

অচলা ও মহিমের বিবাহিত জীবন যেদিন কানায় কানায় ভরে উঠলো মিলনের আনন্দে সেই দিনই মৃণালের ছোট্ট একটি চিঠি অচলার মনে আগুন ধরিয়ে দিলো। সে ঠিক করলো সেখানে আর একদিনও থাকবে না—সুরেশের সংগেই কলকাতায় ফিরে যাবে। কিন্তু সেই রাতে মহিমের বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অচলা মনে মনে এর জন্যে দায়ী করলো সুরেশকে। আবার তার হৃদয়ের টান মহিমের দিকে মোড় নিলো। কিন্তু মহিমের অনুরোধে সুরেশের সংগেই সে বাপের বাড়ী ফিরে এলো।

মহিম অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুরেশ তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে এসেছে—খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে অচলা মহিমের রোগশয্যা পাশে হাজির হয়। অক্লান্ত সেবায় মহিমকে

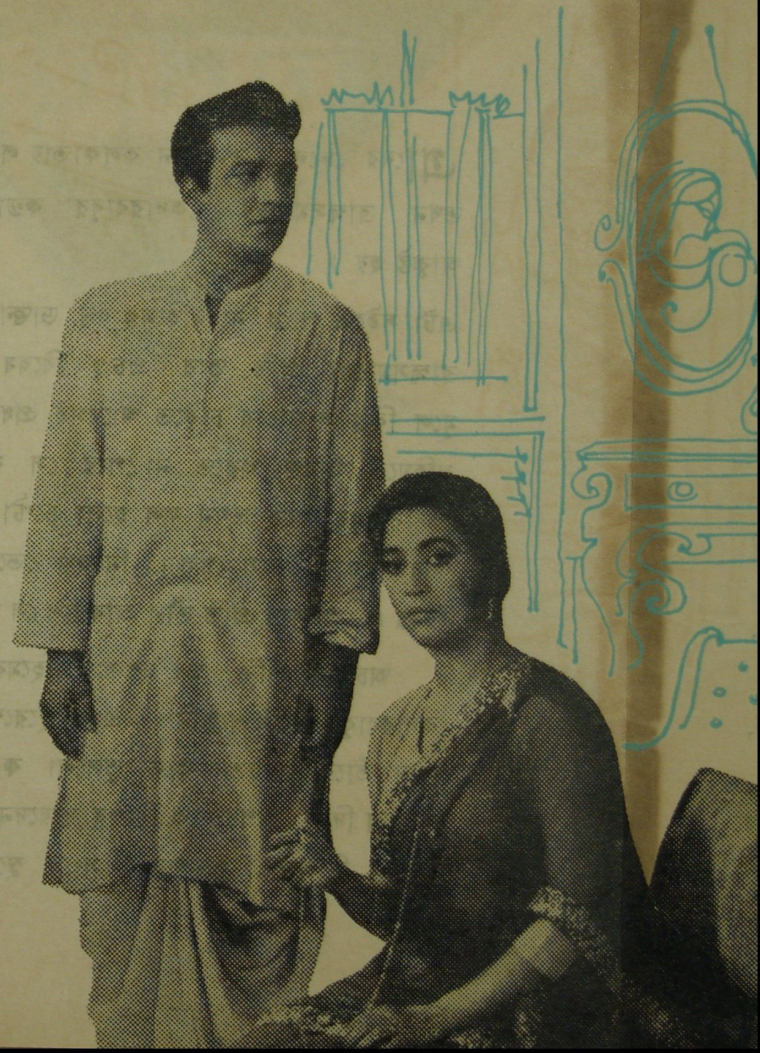

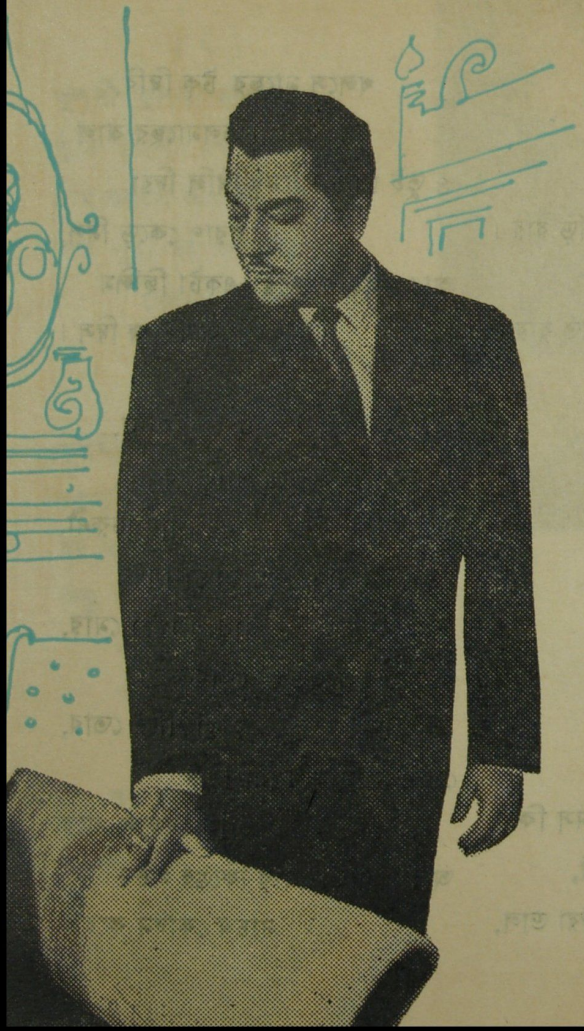

সারিয়ে তোলে। আবার দুজনে পরস্পরকে একান্ত ভাবে ফিরে পেল। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যেদিন অচলা মহিমকে নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য জব্বলপুর রওনা হবে, সেই দিন সুরেশের মলিন মুখ তাকে একটু বিচলিত করলো। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে সুরেশকে তাদের সংগে চেঞ্জে যেতে জানালো আমন্ত্রণ।

এই আমন্ত্রণ না জানালেই বুঝি বা শ্রেয় ছিলো। কারণ এই আমন্ত্রণের সূত্র ধরেই সুরেশের দ্বৈত সত্তার মধ্যে বাধলো প্রচণ্ড বিরোধ।

গাড়ী যখন মোগলসরাই পৌঁছলো তখন সুরেশ সম্পূর্ণ রূপে দানবে পরিণত। এলাহাবাদে গাড়ী বদলের অছিলায় মোগলসরাইতেই অচলাকে নামিয়ে নিয়ে কলকাতা-গামী একটা গাড়ীতে তুললো। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা চলছে।

এর পর অচলার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে ব'য়ে চললো। ডিহরীতে রামবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পেল স্বামী-স্ত্রী রূপে। অচলার তখন খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মত অসহায় অবস্থা। ছাড়া পেলেও এখন বোধ হয় সে কোথাও চলে যেতে পারবে না। তাই একদিন রামবাবু যাতে লজ্জায় না পড়েন শুধু এই কারণেই নতুন বাড়ীতে দুর্যোগের রাতে রামবাবুর পীড়াপিড়িতে অচলা সুরেশের শয়ন ঘরে প্রবেশ করলো। কিছুতেই বলতে পারলো না যে ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়।

বাইরের সংগে পাল্লা দিয়ে ওর জীবনে নেমে এলো ঘোর অমানিশা। অচলার জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে অপ্রত্যাশিতভাবে মহিমের সংগে দেখা, মাঝুলিতে প্লেগের চিকিৎসা করতে গিয়ে সুরেশের মৃত্যুবরণ ওকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো এমন এক অবস্থার মুখোমুখি—তার সমাধান কে করতে পারে? বোধ হয় একমাত্র—মহিমই।

সঙ্গীত

(১)

ও··· ও··· ও···
ও দেখে যা দেখে যা তোরা
কলাবউ যায় রে শ্বশুরবাড়ি যায়।
আসমানের চান্দ আমার
পালকিতে যায়রে পালকিতে যায়॥
কলাবৌ কলাবৌ,
মৌটুসকি ফুলের মৌ,
তুইনি আমার রাণীলো,
জষ্টি মাসের পানিলো
নোলক দিব, দিব মল,
বৌলো আমার ঘরে চল।

ও ভালমানুষের ঝি,
তুই কুমড়াশাকের বড়ি দিয়া
রান্‌তে জানিস কি ?
ওবৌ মিহি চালের ভাত দিবি,
উচ্ছে দিয়া ডাল,
খলসে মাছের টক্ দিবি,
চিতলমাছের ঝাল।
ও তুই ছাঁচি পানের খিলি দিয়া
পরাণ কেড়ে নিস,
আর সোহাগ করে' একটা ছিলিম
তামুক সেজে দিস।

ওবৌ মান কোরোনি,
তোরে খড়কে ডুরে শাড়ি দিব,
খোঁপায় চিরুনী,
তোর সোনার অঙ্গে বাতাস দিব
গামছা দিয়া মোর,
আমার কলজেডারে থোব-কন্যা
রাঙা পায়ে তোর,
তোর সোনামুখে মিটিমিটি
হাসি দেখলে পরে
আহা পরাডা মোর ফিঙের মতন
নাচন কোদন করে॥

(২)

তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন
নাম করলে প্রভাতকালে
শত পুণ্য হয় কপালে
তোমারে পূজিলে পাই
কৃষ্ণেরই চরণ ।

তুলসী তুলসী নারায়ণ···
চতুর্ভূজ দর্পহারী,
হয় মধুকৈটভারি ;
কভু ব্রজের বংশীধারী,
বামে লয়ে রাধা প্যারী,
ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু
শ্রীনন্দ নন্দন ।
তুলসী তুলসী নারায়ণ···

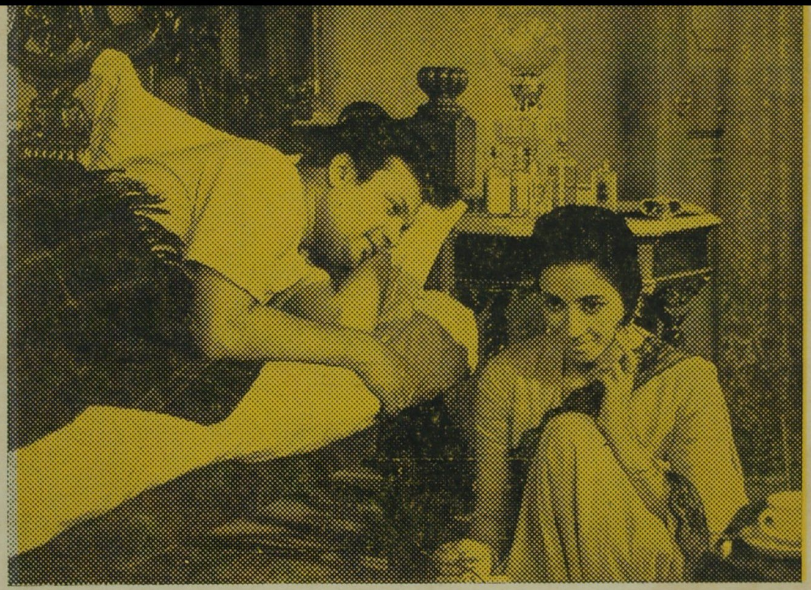

(৩)

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার ।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ॥

কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিষ বহি হ'ল
আঁধার পার ॥

বনে বনে ফুল ফুটেছে
দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হ'ল
তাদের মালা গাঁথা ।
বহু যুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে,
কার জীবনের প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার ॥

কলাকুশলী

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত

চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা

সম্পাদনা : কালী রাহা

শিল্পনির্দেশ : কার্তিক বসু

শব্দধারণ : নৃপেন পাল

সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙুলী

পটশিল্পী : রামচন্দ্র সিন্ধে

ব্যবস্থাপনা : সন্দীপ পাল, রবীন মুখোপাধ্যায়

প্রচার শিল্পী : রণেন আয়ন দত্ত

ষ্টুডিও বোল্ড ব্রাস

প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : অনন্ত গোস্বামী, মিনু দাসগুপ্ত * আলোকচিত্রে : দুর্গা রাহা, নুরু

শব্দধারণে : অনিল নন্দন, যুগা * রূপসজ্জায় : পঙ্কু দাস, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, গৌর দাস

নিতাই সরকার * সাজসজ্জায় : কানাই দাস * সম্পাদনায় : শেখর চন্দ * শিল্পনির্দেশে : রবি ঘোষ

মনি সর্দার, গোপাল ভৌমিক, হারা পরামাণিক * ব্যবস্থাপনায় : বিজয় দাস, রমণী দাস

আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, কৃষ্ণ দাস, অনিল পাল, বেণু বিশ্বাস, রামখিলন

জগন ভগৎ, মঙ্গল সিং, ব্রজেন দাস * পরিস্ফুটনে : তারাপদ চৌধুরী, অবনী রায়, মোহন চট্টোপাধ্যায়

রমেন চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলি : ১৩